সংযোজন--

অংশগুলি যোগ করতে পারা

বাইবেলের প্রত্যেক লেখক পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে লিখেছেন। পবিত্র আত্মা তাদের প্রত্যেককেই লেখার জন্য একটা বিশেষ উদ্দেশ্য দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চারটি মূল বিষয়ের প্রয়োজন ঃ (১) শব্দ, (২) কাঠামো, (৩) লেখার ধরণ, (৪) সাহিত্যের রস।

এই পাঠে শব্দ, কাঠামো, লেখার ধরণ, এবং সাহিত্যের রস ইত্যাদি, বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে। পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করার জন্য এদের প্রত্যেকটি আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু মনে রাখবেন যে, বাইবেলে এদের আলাদা করা বেশ কঠিন। যেমন ৫ নং পাঠে আপনি রচনার যে পদ্ধতিগুলি শিখেছেন সেগুলিকে "কাঠামো" রূপে ধরা হবে না।

পাঠের খসড়া ঃ

লেখায় ব্যবহৃত শব্দাবলী
সাহিত্যের কাঠামো
সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি।
লেখার ধরণ
প্রগতিশীলতা

পাঠের লক্ষগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি

* বাইবেল ব্যবহৃত "বিভিন্ন শব্দাবলী" এবং "কাঠামো" কি, তা বলতে পারবেন এবং বাইবেল বুঝবার ব্যাপারে এদের প্রয়োজন কি, তাও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি ও লেখার ধরনের সংগে শাস্ত্রের আবেগ মূলক ও বুদ্ধি মত্তা মূলক অংশগুলির মিল দেখাতে পারবেন।
* সাহিত্যে "প্রগতিশীলতা" বুঝে, নিজের আত্মিক জীবনে প্রগতি-শীলতার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। এই পাঠ শুরু করবার আগে ৫ নং পাঠটি আর একবার দেখে নিন।
২। এই পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া এবং পাঠের লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

৩। এই পাঠে যে নূতন শব্দগুলি পাবেন সেগুলির মানে শিখুন।

৪। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন, আগের মতই পাঠের মধ্যেকার প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন।

৫। পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষাটি নিজে করুন। উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী

সংযোজক অতিশয়োক্তি
সময়ানুক্রমিক ভাবানুভূতি
অত্যাবশ্যকীয়
প্রগতিশীলতা

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

লেখায় ব্যবহৃত শব্দাবলী ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ বাইবেলে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার "শব্দের" বর্ণনা দেওয়া এবং শাস্ত্র অধ্যয়নে এদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা।

বাইবেলে ব্যবহৃত সমস্ত শব্দই দরকারী। কিন্তু তাই বলে সমস্ত শব্দ একই ভাবে দরকারী নয়। কতগুলি ধরাবাঁধা শব্দ আছে (যেমন "এবং," "ও," "একটি," ইত্যাদি), এগুলির কাজ হোল, বাক্যগুলিকে একত্রে ধরে রাখা। অন্যান্য শব্দগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এদের মানে বুঝতে পারলে বাইবেলের সঠিক অর্থ জানা যায়। এই শব্দগুলি একটা পতাকা চিহ্নের মত, যা আপনাকে বলে যে, এদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অবশ্যক।

কোন শব্দগুলি একটা পতাকার মত হবে? যে কোন শব্দ, যা আপনি বুঝতে না পারেন তা অবশ্যই বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। পড়ার সময় পেন্সিল ও নোট খাতা অবশ্যই ব্যবহার করবেন। কোন কঠিন শব্দ পেলে (যার অর্থ আপনি বুঝেন না), তখনই সেটি নোট খাতায় লিখে রাখবেন। খোঁজ করে সেটির মানে

জেনে নিন এবং খাতায় লিখে রাখুন (এ জন্য যদি অভিধান বা ডিক্‌ন্যারি ব্যবহার করতে পারেন, তবে তাই করুন, নতুবা অন্য কোন ভাবে জেনে নিন)।

অত্যাবশ্যকীয় শব্দ, বিভিন্ন জিনিষের নাম, কাজ, বর্ণণামূলক শব্দ, ইত্যাদি সবই শাস্ত্রাংশ বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয়। তাই এই ধরনের শব্দগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। অত্যাবশ্যকীয় শব্দগুলি সব সময় যে খুবই বড় হবে এমন নয়। আপনি শীঘ্রই দেখতে পারেন যে, কখনও কখনও প্রয়োজনীয় শব্দগুলি ছোট ছোট শব্দ। এই শব্দগুলি অনেক সময় কাজ, মেজাজ অথবা চিন্তার পরিবর্তনের ইংগিত দেয়।

যে শব্দগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রকাশ করে সেগুলি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। যেমন মার্ক ৯ঃ ১২ পদ। এখানে যীশুর কি রকম "পরিবর্তন" হয়েছিল বলে মনে হয়? এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। আপনাকে শব্দগুলির পার্থক্য বুঝতে হবে। অবশ্য প্রত্যেকটা শব্দের জন্যই যে আপনাকে বিশেষ অনুসন্ধান করতে হবে, তা নয়।

আপনাকে অরো দেখতে হবে যে, কোন্ কোন্ শব্দ আক্ষরিক না আলংকারিক বা রূপক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। আপনার মনে আছে আক্ষরিক অর্থ মানে, শব্দটির স্বাভাবিক ও সাধারণ মানে। আলংকারিক বা রূপক অর্থ মানে, কোন একটি জিনিসের মধ্যে অন্য একটি জিনিষ বুঝান।

১। আদি ২ঃ ১৬ এবং রোমীয় ১১ঃ ২৪ পদ পড়ুন। দুটি শাস্ত্রাংশেই "বৃক্ষ" (গাছ) শব্দটি আছে। কোন্ শাস্ত্রাংশে "বৃক্ষ" (গাছ) শব্দটি আলংকারিক বা রূপক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে? ব্যাকরণ না জানলেও কিভাবে প্রধান শব্দগুলি খুঁজে বের করতে হয়, তা আপনি শিখতে পারেন। বিভিন্ন প্রকার শব্দ কিভাবে ব্যবহাত হয়েছে তার দ্বারাই খ্রীষ্টিয় মতবাদ নির্ণয় করা হয়। লোকজন, স্থান ও জিনিষ পত্রের নামগুলি হোল বিশেষ্য পদ। বিভিন্ন কাজগুলি হোল ক্রিয়া পদ। যে বর্ণণা মূলক শব্দগুলি "কত তাড়াতাড়ি," "কত বড়" ইত্যাদি বলে দেয়, সেগুলি হোল প্রধান শব্দ। আগের একটি পাঠে আপনি

যে ছয়টি প্রশ্নের বিষয় শিখেছেন (কে ? কি ? কখন ? কোথায় ? কিভাবে ? কেন ?), সেগুলি আপনাকে প্রধান শব্দগুলি খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। আদেশ, উপদেশ, সতর্কবাণী, কারণ, উদ্দ্যেশ্য, প্রমান, এবং ফলাফল ইত্যাদির বর্ণনা লক্ষ্য করুন। যে সব শব্দ এই বিষয়গুলি প্রকাশ করে, সেগুলি খুজে বের করুন এবং নোট খাতায় লিখুন। এই ধরণের শব্দগুলি প্রায়ই শাস্ত্র বুঝবার ব্যাপারে সাহায্য করে।

আর এক ধরণের ছোট ছোট শব্দ আছে, যেগুলি সংযোজক শব্দ, এরা সম্বন্ধ দেখায়। প্রথমতঃ এক প্রকার সংযোজক আছে যেগুলি সময়ের ইংগিত করে, কখন কি ঘটেছে, এরা তাই বলে। এদের কয়েকটি হোলঃ পরে, আগে, এখন, তখন, যখন, যে পর্যন্ত না, ইত্যাদি। আপনি হয়তো এই রকম আরো শব্দের কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু এগুলি বুঝতে একটিই যথেষ্ট বলে মনে করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আপনি যদি "তখন, এখন, কিন্তু" প্রভৃতি শব্দগুলি পান, তাহলে কোন প্রকার পরিবর্তন লক্ষ করা হয়েছে বুঝতে হবে ও লেখার মধ্যে প্রগতিশীলতার খোঁজ করতে হবে। (এই পাঠে আপনি বিভিন্ন প্রকার প্রগতিশীলতার বিষয় জানতে পারবেন।) দ্বিতীয়তঃ, স্থান সম্বন্ধীয় অথবা ভৌগলিক সংযোজক প্রধানতঃ "কোথায়" শব্দটির দ্বারা সুচিত হয়।

২। নীচে দেওয়া চারটি শাস্ত্রীয় পদ পড়ুন। তারপর খ, গ ও ঘ এর শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন। উদাহরণ হিসাবে, ক-এর সংযোজক শব্দটি আমরা পূরণ করে দিয়েছি।

শাস্ত্রীয় পদ	সংযোজকটি কিসের ইংগিত করে	সংযোজক শব্দ
ক মার্ক ১ ঃ ২৩ পদ	সময়	"সেই সময়"
খ মার্ক ১ ঃ ৯ পদ	সময়	(পুরানো অনুবাদে "তখন") .....
গ মার্ক ১ ঃ ১৪ পদ	সময়	.....
ঘ মার্ক ১ ঃ ২৮ পদ	স্থান	.....

তৃতীয়তঃ, আপনাকে যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলি দেখতে ও শিখতে হবে ঃ অর্থাৎ যেগুলি ঘটনার কারণ, ঘটনার ফলাফল, ঘটনার উদ্দেশ্য, অসম জিনিষের মধ্যে পার্থক্য, এবং একটি জিনিষকে অন্য একটির সাথে তুলনা, ইত্যাদির ইংগিত করে। আমরা একটি একটি করে আলোচনা করবো। আপনাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, অনেক সময় একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বুঝবার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। তাই এই শব্দগুলির উপর খুব বেশী জোর না দিয়ে বরং বাক্যটি কি ধারণা দেয়, তা বুঝতে চেষ্টা করবেন।

যে যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলি ঘটনার কারণ দেখায়, সেগুলি হোলঃ বলে, কারণ, ইত্যাদি। "আমি একথা বলছি কারণ....." এই রকম কথা পেলে বুঝবেন যে, এখানে কারণ দেখান হচ্ছে। আপনি যে রচনার পদ্ধতিগুলি শিখেছেন, তাদের সাথে এর মিল খুঁজে বের করুন। যে সাহিত্য পদ্ধতিটির গতি ফল থেকে কারণের দিকে যায়, সেটি হোল সমর্থনগত দিক। এই শব্দগুলি সমর্থনগত দিকের সংকেত দেয় ও এভাবে অর্থ ব্যাখ্যার বিভিন্ন দিক বুঝতে সাহায্য করে।

যে যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলি ফলাফল দেখায়, সেগুলি হোল, তাহলে, তবে, অতএব (তাই), এইরূপে, ইত্যাদি। লক্ষ্য করুন এই শব্দগুলি কারণ থেকে ফলের দিকে নিয়ে যায়। যে সাহিত্য পদ্ধতির গতি কারণ থেকে ফলের দিকে যায়, সেটি হোল কারণগত দিক। আপনি যখন, তবে, তাহলে, তাই, এইরূপে-শব্দগুলি পান, তখন কারণগত দিকের খোঁজ করবেন ঃ অর্থাৎ এই কারণে কি ঘটেছে, তা খোঁজ করবেন।

৩। ক-অংশের কারণগত দিকের সংযোজকগুলির এবং খ-অংশের ফলাফল সূচক সংযোজকগুলির তালিকা প্রস্তুত করুন (পদগুলি যেভাবে পর পর আছে ঠিক সেই ভাবে পর পর লিখবেন)।

ক) রোমীয় ১ ঃ ১১, ১ ঃ ২৬ এবং ১ ঃ ২৮ পদ।

.....

খ) গালাতীয় ২ ঃ ১৭ পদ ও ১ করি ৯ ঃ ২৬ পদ।

.....

যে যুক্তি-সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলি পার্থক্য দেখায়, সেগুলি, হোল ঃ যদিও, কিন্তু, আরও কত বেশী, আরও কত না বেশী, তবুও, অন্য, তাহলেও, ইত্যাদি। এই ধরনের আরও অনেক শব্দ আছে, যেগুলি পড়বার সময় আপনি নিজেই দেখতে পারেন।

যে যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলি তুলনা দেখায়, সেগুলি হোলঃ সেই রকম, তেমনি, মত, যেমন, ঠিক তেমনি, সেইরূপে, সেইজন্য, ইত্যাদি। এই সংযোজকগুলি অনেক ভাবে যুক্ত হয়েও ব্যবহৃত হতে পারে।

৪। ক-অংশের উদ্দেশ্য সূচক সংযোজকগুলি, খ-অংশের পার্থক্য সূচক সংযোজকগুলি, এবং গ-অংশের তুলনা সূচক সংযোজকগুলির তালিকা প্রস্তুত করুন (পদগুলি যেভাবে পর পর দেওয়া হয়েছে সেই ভাবে পর পর লিখ্‌বেন)।

ক) রোমীয় ৪ ঃ ১৬ পদ।

.....

খ) রোমীয় ২ ঃ ১০, ৫ ঃ ১৫ পদ।

.....

গ) রোমীয় ১১ ঃ ৩১, ১ ঃ ২৭ পদ।

একটা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনি হয়তো নূতন নিয়মের নূতন অনুবাদটি ব্যবহার করবেন কারণ, তা সহজ বাংলায় লেখা বলে বুঝতে অসুবিধা হয়না। কিন্তু পুরাতন নিয়ম এখনও সহজ বাংলায় লেখা হয়নি। তাই পুরাতন নিয়মের পুরানো অনুবাদ ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদে ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে। তাই, কারণ, ফলাফল, উদ্দেশ্য, পার্থক্য ও তুলনাগুলি বুঝতে হলে শব্দগুলির চেয়ে শব্দগুলির অর্থের উপরই বেশি জোর দিতে হবে। যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি দেখে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি কোন কোন বিষয় খোঁজ করছেন। এইগুলি বাদে আরো তিন প্রকার সংযোজক শব্দ আছে। এ পর্যন্ত আপনি "সময়," "স্থান" এবং "যুক্তি" সম্বন্ধীয় সংযোজক শব্দ-

গুলি জেনেছেন। বাকী তিন প্রকার সংযোজক শব্দ হোল, পর পর কতগুলি ঘটনা, শর্ত ও জোর দেওয়া। যে সংযোজক শব্দগুলি পর পর কতগুলি ঘটনাকে লক্ষ্য করে সেগুলি হোল ঃ এবং, প্রথমেই, সবার শেষ, এবং অথবা। শর্ত বুঝাতে সাধারণতঃ **যদি** শব্দটি ব্যবহৃত হয় (যেমনঃ যদি এইটি .....তবে ঐটি)। যে শব্দগুলি জোর দেওয়া বুঝায়, সেগুলি হোল, সত্যিই এবং কেবল। কখন কখন সাধারণ "বলেন" কথাটির বদলে "উচ্চস্বরে বলেন" কথাটি ব্যবহারের দ্বারাও জোর দেওয়ার বিষয় দেখানো যেতে পারে।

৫। ক-অংশ থেকে পর পর কতগুলি ঘটনা সূচক শব্দ,

খ-অংশ থেকে শর্ত সূচক ও গ-অংশ থেকে জোর দেওয়া সূচক সংযোজক শব্দগুলির তালিকা লিখুন (বাইবেলের পদগুলি যেভাবে পর পর দেওয়া আছে সেই ভাবে পর পর লিখবেন)।

ক) ১ তীমথিয় ২ ঃ ১ পদ, ১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৮ পদ)

.....

খ) রোমীয় ২ ঃ ২৫ পদ।.....

গ) ১ করিন্থীয় ৯ ঃ ২৪ পদ, রোমীয় ৯ ঃ ২৭ পদ।

.....

এই বিশেষ শব্দগুলি সম্বন্ধে আপনি যদি সজাগ থাকেন, তাহলে ব্যাকরণ না জানা থাকলেও এরা আপনাকে শাস্ত্রের মানে বুঝতে সাহায্য করবে। আমি যখন পবিত্র শাস্ত্র (অথবা অন্য যে কোন বিষয়ে) অধ্যয়ন করি তখন এই ধরণের শব্দগুলির দিকে সব সময় নজর দেই, কারণ চিন্তাটাকে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে, এই শব্দগুলি থেকেই তা বুঝা যায়।

সাহিত্যের কাঠামো ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ "কাঠামো" কি, তা বলা, এবং পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া।

আমার বিশ্বাস আপনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন যে, বাইবেল কতগুলি এলোমেলো বইয়ের সংগ্রহ নয়, যার মধ্যে চিন্তার কোন মিল নেই। আপনি নিশ্চয় ইটের উপরে ইট গেঁথে দালান তৈরী করতে দেখেছেন। এক একটা ইট হোল দালানের এক একটা একক বা অংশ। বাইবেলের এক একটা বইও এক একটা একক বা অংশের মত। এরা ঠিকভাবে একটি অন্যটির সাথে মিলে সুন্দর ও সম্পূর্ণ বাইবেলটি গঠন করেছে বা তৈরী করেছে। লেখককে বিশেষভাবে বাছাই করে নিয়ে বিষয় বস্তু সাজাতে হয়েছে। যে সমস্ত দরকারী বিষয় নেওয়া আবশ্যক সেগুলি বাছাই করে এমনভাবে সাজাতে হয়েছে, যেন তা পড়ে, আসল জিনিষটি সহজেই বুঝা যায়। যোহনের কথা থেকে এই বিষয়টি বুঝা যাবে। তিনি বলেছেন যে, তার সুখবরের বইটি লিখবার সময় যীশুর অনেক অনেক কাজের বিষয় তাকে বাদ দিয়ে যেতে হয়েছে (যোহন ২১ ঃ ২৫ পদ)।

বাইবেলের পদগুলি পড়তে পড়তে আপনি এগুলি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারেন যে, পুরো বইটির যে একটা শক্তিশালী বার্তা আছে, তা আপনার চোখে না-ও পড়তে পারে। প্রত্যেকটি পদে যে বিশেষ সত্যগুলি আছে, তা আসলে সম্পূর্ণ বইটির সাথে সম্পর্ক যুক্ত। অংশগুলিকে বিশেষভাবে সাজিয়ে সম্পূর্ণ জিনিষটির ব্যাখ্যা

দেওয়া হয়েছে। এদের সবগুলিই একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাঠামো হোল, কংকাল বা নকসা। এটি সম্পূর্ণ বইটিকে একত্রে ধরে রাখে বা একতা দেয়।

শব্দ হোল ভাষা তৈরীর একক, অর্থযুক্ত সবচেয়ে ছোট একক। কয়েকটি শব্দ যুক্ত হয়ে ব্যাক্যাংশ তৈরী হয়। এই বাক্যাংশগুলি চিন্তার বা ভাবের অসম্পূর্ণ একক। বাক্য হোল চিন্তার বা ভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ।

যে বাক্যগুলির মধ্যে চিন্তার বা ভাবের মিল আছে, সেগুলি একত্রিত করে একটা অনুচ্ছেদ তৈরী হয় (কোন কোন বাইবেল অধ্যয়নের সময় "অনুচ্ছেদ ভিত্তিক চিন্তা" মন্দ নয়। এর মানে অনুচ্ছেদটির মূল চিন্তা খুঁজে বের করে, ঐ চিন্তাটির জন্য একটা নাম দেওয়া। এইভাবে কোন একটা অধ্যায় বা বইয়ের সবগুলি অনুচ্ছেদর নাম দিয়ে সেগুলির একটা তালিকা তৈরী করলে আপনি একটা খসড়া তৈরীর জন্য প্রধান পয়েন্টগুলি পেয়ে যাবেন। অনুচ্ছেদের মধ্যেও, অন্যান্য বিষয়গুলি, আপনার খসড়ার ছোট ছোট পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবে। নীচের অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে প্রধান চিন্তাগুলি খুঁজে বের করুন।

৬। রোমীয় ১২ অধ্যায়ের প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ পড়ুন। তারপর প্রত্যেক অনুচ্ছেদের পাশের শূন্যস্থানে ঐ অনুচ্ছেদের জন্য আপনার দেওয়া নামটি লিখুন। আপনি নাম দেওয়ার পরে বইএর মধ্যে দেওয়া নামের সাথে সেগুলির তুলনা করুন। (আপনার দেওয়া নাম, বইয়ের মধ্যে দেওয়া নামগুলির মতই অথবা সেগুলির চেয়েও ভাল হতে পারে।)

অনুচ্ছেদ ১ঃ (১১ঃ১-২ পদ).....

.....

অনুচ্ছেদ ২ঃ (১২ঃ ৩-৮ পদ)..

....

অনুচ্ছেদ ৩ঃ (১২ঃ ৯-১৩ পদ)..

....

অনুচ্ছেদ ৪ঃ (১২ঃ ১৪-১৬ পদ)..

....

অনুচ্ছেদ ৫ঃ (১২ঃ ১৭-২১ পদ)..

....

আমরা দেখিয়েছি যে কাঠামোর মধ্য দিয়ে রচনার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। সাহিত্যের যে পদ্ধতিগুলি আপনি অধ্যয়ন করেছেন, তাদের যে কোনটির মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ক দেখানো যায়। তবে প্রত্যেকটি শাস্ত্রাংশেই সবগুলি পদ্ধতি পাওয়া যাবে না। ৫নং পাঠের মধ্যে দেওয়া পদ্ধতিগুলি বার বার পড়ে এগুলির সংগে ভালভাবে পরিচিত হয়ে নিন। সম্পূর্ণ বাইবেলটি কত সুন্দরভাবে গঠিত, শাস্ত্রের একটা অংশের সাথে অন্য একটা অংশের কত সুন্দর মিল! এগুলি যখন আপনি দেখতে পাবেন, তখন সম্পূর্ণ বাইবেল সম্বন্ধে এক নূতন জ্ঞান লাভ করবেন। তাই অধ্যয়নের সময় গঠন সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ থাকুন।

৭। নীচের যে উক্তিটি সত্য সেটির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) বাইবেলের বইগুলির মধ্যে চিন্তার বা ভাবের কোন মিল নেই।
খ) পার্থক্য, বিকিরণ, ইত্যাদি সাহিত্য পদ্ধতিগুলির সাথে কাঠামোর কোন সম্বন্ধ নেই।
গ) ভাষার মধ্যে অর্থযুক্ত সবচেয়ে ছোট এককগুলি হোল শব্দ।

সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি ঃ

লক্ষ্য ৩ঃ "সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি" বলতে কি বুঝায়, তা বলতে পারা ও বাইবেলের মধ্যে এগুলি চিন্‌তে পারা।

সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি হোল, লেখার মধ্যে যে সুর বা ভাব। লেখক কি রকম অনুভূতি প্রকাশ করেন। অনুভূতিটি বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন, হতাশা, প্রশংসা, আগ্রহ, ভয়, জরুরী অবস্থা, আনন্দ, নম্রতা, কোমলতা, রাগ, উপদেশ, শাস্তি, প্রশ্ন, চিন্তিত অবস্থা, উৎসাহ, ইত্যাদি। মানুষের অনুভূতির সমস্ত দিকই সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

৮। যাকোবের বইটিতে বিভিন্ন সুর বা অনুভূতি দেখতে পাওয়া যায়। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পড়ুন। এবং প্রত্যেকটির জন্য এমন একটি শব্দ ঠিক করুন, যা ঐ পদের সুর বা ভাবানুভূতি বর্ণণা করে।

ক) যাকোব ৫ ঃ ১ পদ .....

খ) যাকোব ৪ ঃ ১০ পদ .....

গ) যাকোব ২ ঃ ১৪ পদ .....

লেখার ধরণ ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ "সাহিত্যের প্রধান প্রধান দিকগুলি" খুঁজে বের করা, এবং তাদের প্রত্যেকটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া।

লেখার ধরণ মানে, লেখক তার বিষয়টি বর্ণণা করবার (বা তুলে ধরবার) জন্য কোন প্রকার লেখা বা সাহিত্য ব্যবহার করেছেন। প্রধান প্রধান সব রকম সাহিত্যই বাইবেলে পাওয়া যায়। লেখক প্রশংসা, দুঃখ, আনন্দ, অথবা মন-ফেরানো সম্বন্ধে তার নিজের গভীর ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে কবিতার আকারে তা লিখেছেন। লোকদের কাছে কোন বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য গদ্যের আকারে তা লিখেছেন। গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বরিক বিষয়গুলি শিক্ষা দেবার জন্য, অথবা তার বক্তব্যের পক্ষে উপযুক্ত যুক্তি দেখাতে তিনি উপদেশমূলক বক্তৃতার আকারে তা লিখেছেন। আগ্রহী লোকদের কাছে কোন একটা বিষয় ব্যাখ্যা করতে এবং অন্যদের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখার জন্য তিনি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। তিনি যখন ভবিষ্যতের বিষয় ঈশ্বরের নিগুঢ় রহস্যগুলির মধ্যে অল্প কিছু অংশ প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তখন তিনি প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য ব্যবহার করেছেন।

উপদেশমূলক বক্তৃতা, এমন এক ধরণের সাহিত্য যার মধ্যে সত্যটিকে ন্যায় ও যুক্তি সংগত ভাবে তুলে ধরা হয়। এইভাবে তুলে ধরায় এই সাহিত্য আমাদের বিচার-বিবেচনাকে জাগিয়ে তোলে। বাইবেলের অধিকাংশ চিঠিই এই ধরণে লেখা। যীশু শিক্ষা দিতে গিয়ে এই ধরণের সাহিত্য ব্যবহার করেছেন। ভাববাদীরাও তাদের কোন কোন লেখায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

গদ্য-কাহিনী হোল জীবনী অথবা গল্প। আদি পুস্তকে, সুসমাচারে এবং যেখানে পর পর ঘটনাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এই প্রকার সাহিত্য পাওয়া যাবে। গল্পগুলি কল্পনা ও ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে। এদের মধ্যে সাধারণতঃ অনেক খুটিনাটি বিবরণ থাকে। সমস্ত খুটিনাটি বিবরণগুলিই যে আত্মিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তা নয়। যেমন প্রেরিত ১০ অধ্যায়ে পিতরের দর্শনটি একটি মূল্যবান সত্য শিক্ষা দেয়। কিন্তু কোন কোন বিষয় যেমন, পিতর কার ঘরে ছিলেন, কোন্ সময় তিনি দর্শন পেয়েছিলেন ইত্যাদি বিষয় ঘটনাটি বুঝতে সাহায্য করলেও আত্মিক শিক্ষার জন্য এগুলির বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই।

কবিতা এমন এক ধরণের সাহিত্য যা সমগ্র বাইবেলে ছড়িয়ে আছে। এগুলি পদ্য আকারে লেখা। এজন্য এগুলি চিনে নেওয়া খুব সহজ, যেমন গীতসংহিতা।

হিব্রু কবিতার কয়েকটি বিষয় আপনি আগেই জেনেছেন। আপনি জানেন যে, এগুলি একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর এগুলি খুব ভাবাবেগে পূর্ণ। এতে ছন্দ নেই। কোন

এক ধরণের সাদৃশ্যের দ্বারা দুটি লাইন বা দুটি স্তবকের মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো হয়। দ্বিতীয় লাইন, প্রথম লাইনের ভাবটিকেই আবার বলে, অথবা নতুন কিছু যোগ করবার দ্বারা প্রথম লাইনটিকেই গড়ে তোলে, অথবা প্রথম লাইনটির সাথে কিছু পার্থক্য দেখায়।

উপযুক্ত ভাব প্রকাশের জন্য কবিতার মধ্যে অনেক আলংকারিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। বাইবেলের কবিতায় সাধারণতঃ নিম্ন লিখিত চার ধরণের অলংকার দেখা যায়ঃ

১। সাদৃশ্য ভিত্তিক অলংকার-যা "সদৃশ" অথবা "মত" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের দ্বারা দুটি জিনিষের তুলনা করে। "সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে" (গীত ১ঃ৩ পদ)।

২। রূপক অলংকার-যা সদৃশ অথবা মত প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার না করেই দুটি জিনিষের তুলনা করে। "ইফ্রয়িম আমার শিরস্ত্রাণ" (গীত ১০৮ঃ৮ পদ)।

৩। অতিশয়োক্তিমূলক অলংকার-যা কোন বিষয়ের উপর খুব জোর দেবার জন্য অতিরঞ্জীতভাবে বলা হয়। "(আমাকে) চিরকালের মৃতগণের সদৃশ করিয়াছে" (গীত ১৪৩ঃ৩ পদ)।

৪। জীবন-আরোপমূলক অলংকার-প্রাণহীন বস্তুর সাথে এমন-ভাবে কথা বলা যেন, তাদের জীবন আছে। "তোমার কি হইল, সমুদ্র, তুমি কেন পলাইলে?" (গীত ১১৪ঃ৫ পদ)।

একজন বাইবেলের ছাত্রের পক্ষে আলংকারিক ভাষা বুঝা বিশেষ-ভাবে দরকারী। যোহন ৬ঃ৫১-৫২ পদে যীশু বলেছেন, "আমিই সেই জীবন্ত রুটি"। যিহুদীরা যীশুর কথাগুলিকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে বিঘ্ন পেয়েছিল। যদি সতর্কতার সংগে ও যথাযথ ভাবে অর্থ ব্যাখ্যা না করেন তবে, আপনিও এই রকম ভুল করতে পারেন।

৯। উপদেশ মূলক বক্তৃতা, কবিতা, গদ্য-কাহিনী-এদের প্রত্যেকটি মাত্র একবার ব্যবহার করে নীচের বাক্যগুলি পূরণ করুন।

ক) যে সাহিত্য সবচেয়ে বেশী ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে তা হোল·····

.....

খ) .....এর উদ্দেশ্য হোল কোন সত্যকে ন্যায় ও যুক্তি সংগতরূপে তুলে ধরা

গ) বিভিন্ন ঘটনা বা লোকদের বিষয়ে গল্পকে বলা হয়.....

১০। নীচের শাস্ত্রীয় পদগুলির (বায়ে) কোনটি কোন্ প্রকার অলংকারের (ডানে) দৃষ্টান্ত, তা দেখান।

...ক) "সদাপ্রভু আমার পালক" (গীত ২৩ ঃ ১ পদ)।

...খ) "রোগের প্রবল শক্তিতে আমার পরিচ্ছদ বিকৃত হয় জামার গলার ন্যায় আমাতে আঁটিয়া থাকে" (ইয়োব ৩০ ঃ ১৮ পদ)।

...গ) "আমাদের প্রাণ ব্যাধের ফাঁদ হইতে পক্ষীর ন্যায় রক্ষা পাইয়াছে" (গীত ১২৪ ঃ ৭ পদ)।

...ঘ) "হে সূর্য ও চন্দ্র, তাঁহার প্রশংসা কর" (গীত ১৪৮ ঃ ৩ পদ)।

১। সাদৃশ্য ভিত্তিক অলংকার

২। রূপক অলংকার

৩। অতিশয়োক্তি মূলক অলংকার

৪। জীবন আরোপ মূলক অলংকার

দৃষ্টান্তগুলি বিশেষ ধরণের গদ্য-সাহিত্য। এ সম্পর্কে আপনি আগে গড়েছেন। সাধারণ গদ্যের সাথে দৃষ্টান্তের পার্থক্য বুঝাবার জন্য যদি সাহায্য দরকার হয় তবে, ৪ নম্বর পাঠের দৃষ্টান্ত অংশটি আবার দেখে নিন।

নাটক বা নাট্য সাহিত্য, কবিতার মতই ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে। এতে উল্লেখিত চরিত্ররা নিজেরাই ঘটনার নায়ক হিসাবে কাজ করেন ও কথা বলেন। নাট্য সাহিত্যে প্রায়ই এমন জীবন্ত বর্ণনা থাকে, যা আপনার কল্পনাকে জাগিয়ে তোলে। ইয়োব এই রকমের একটা বই। এটা পড়তে নাটকের মত। পরমগীত বইটিও নাটক ধরণে লেখা। তাই পবিত্র শাস্ত্রে আপনি যখন এমন কোন অংশ পান, যেখানে লোকেরা একজন অন্য জনের সাথে সামনা সামনি 'আমি' দিয়ে কথা বলে, তখন আপনি বুঝেন "এটা নাটক" বা নাটক ধরণের গদ্য।"

শেষ ধরণের সাহিত্য হোল, প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য। প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য আসলে ঈশ্বরের প্রকাশ মূলক সাহিত্য। এই

প্রকাশ শব্দটির অর্থ "ঢাকনা তুলে নেওয়া" অথবা "প্রকাশ করা।" এই ধরণের সাহিত্য বুঝা সবচেয়ে কঠিন। ৪ নম্বর পাঠে ভাববাণী নিদর্শন এবং প্রতীক সম্বন্ধে অধ্যয়নের সময় আপনি এর কয়েকটি দিক জেনেছেন। প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্যে অনেক ভাববাণী থাকে এবং নিদর্শন ও প্রতীকের সাহায্যে এগুলি বর্ণণা করা হয়। এর মধ্যে অনেক অলংকার, প্রতীক, নিদর্শন ও নানা দর্শনের বর্ণণা থাকে।

"প্রকাশিত বাক্য" এই ধরণের লেখার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ। নীচের তালিকায় বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য ও তাদের প্রত্যেকটির এক একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য একটি অন্যটি থেকে আলাদা করা কঠিন হবে। নীচের উদাহরণে দেওয়া শাস্ত্রাংশ পড়বার সময় বিভিন্ন ধরণের সাহিত্যগুলি স্মরণে রেখে তালিকাটি পড়লে আপনি খুবই উপকার পাবেন।

প্রকার	বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের তালিকা	উদাহরণ
উপদেশমূলক বক্তৃতা		মথি ৫ ঃ ১৭-৪৮
গদ্য-কাহিনী		প্রেরিত ১৬ ঃ ১৬-৩৮
কবিতা		যিরমিয় ৯ ঃ ২১-২২
দৃষ্টান্ত		লূক ১৪ ঃ ১৬-২৪
নাটক		ইয়োব ৩২ ঃ ৫-১৪
প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য		যিহিস্কেল ১

প্রগতিশীলতা ঃ

লক্ষ্য-৫ ঃ সাহিত্য বিভিন্ন ধরণের "প্রগতিশীলতা" খুঁজে বের করা এবং কোন্ বিষয়টি সবার বেলায় একরূপ তা বলতে পারা।

প্রগতিশীলতার মূলে রয়েছে পরিবর্তন। আপনি অধ্যয়নের জন্য যখনই কোন একটা শাস্ত্রাংশ পড়েন তখন আপনি এর মধ্যে পরিবর্তন খোঁজ করেন। একটা বিশেষ শাস্ত্রাংশের মধ্যে কি কি বিষয়ের পরিবর্তন হতে পারে? একজন লোকের জীবনে যে গুরুত্ব আরোপ

করা হয়েছে, তা একধাপ থেকে অন্য ধাপে অথবা তার জীবন থেকে তার বংশধরদের জীবনে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারে। একে বলা হয় জীবনী-মূলক প্রগতিশীলতা। ঘটনা বা কাহিনীগুলি সাধারণত একটা থেকে অন্যটার দিকে এগিয়ে গেলে, সেটিকে আমরা ঐতিহাসিক প্রগতিশীলতা বলতে পারি। কাহিনীগুলি যদি কোনটি প্রথম, কোনটি দ্বিতীয় কোন্‌টি তৃতীয় এইভাবে সাজিয়ে বলা হয় তবে, তাকে আমরা ক্রমিক প্রগতিশীলতা বলতে পারি। যে শিক্ষামূলক অংশে একটি একটি করে বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সেখানে শিক্ষামূলক প্রগতিশীলতা দেখতে পাবেন। ঘটনাগুলি কোথায় কোথায় ঘটেছে সেই সব স্থানের ভিত্তিতে যদি বর্ণণা করা হয়, তবে তা ভৌগলিক প্রগতিশীলতা। বাইবেলের কোন অংশে যদি একটি চিন্তা থেকে অন্য চিন্তা বা একটি ধারণা থেকে অন্য ধারণা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় তবে, তাকে ধারণা-গত প্রগতিশীলতা বলা হয়। মাঝে মাঝে আপনি আবার সম্পূর্ণ আলোচ্য বিষয়টির পরিবর্তন দেখতে পাবেন। এই প্রকার আমূল পরিবর্তনকে বলা হয়, বিষয় ভিত্তিক প্রগতিশীলতা।

প্রগতিশীলতা আসলে একটা পন্থা বা উপায় মাত্র, যা কোন একটা আলোচ্য বিষয়কে বাড়িয়ে বলবার জন্য লেখক ব্যবহার করেন। এই পন্থাটি কয়েকটা অনুচ্ছেদ জুড়ে বা সম্পূর্ণ বই জুড়েও থাকতে পারে। প্রগতিশীলতা ধাপে ধাপে একটা চরম পর্যায়ের দিকে এগোতে পারে। তবে তার অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। প্রগতিশীলতা যদি স্পষ্টরূপে বুঝা না যায়, তবে একে খুঁজে বের করবার একটা উপায় হোল, ঘটনার প্রথম ও শেষ বিষয়টির মধ্যে তুলনা করা। তাদের মধ্যে যদি সম্বন্ধ থাকে তবে, প্রগতিশীলতা রয়েছে বুঝতে হবে। অবশ্য প্রগতিশীলতা খুঁজে বের করবার প্রধান উপায় হোল, পরিবর্তনগুলি খোঁজ করা।

১১। আদি ১২-৫০ অধ্যায়ে অব্রাহাম ইসহাক, যাকোব, এবং যোষেফের জীবনের বর্ণণা দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন্‌ প্রকার প্রগতি-শীলতা দেখতে পাওয়া যায় ?

.....

১২। যাত্রা পুস্তকে ইস্রায়েল জাতির মিশর থেকে কনান দেশে যাবার বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণণা করা হয়েছে। এখানে কোন্ প্রকার প্রগতিশীলতা দেখতে পাওয়া যায় ?

.....

১৩। "রোমীয়" পুস্তকে প্রেরিত পৌল খ্রীষ্ট ধর্মের স্বপক্ষে কতগুলি চিন্তা বা যুক্তি তুলে ধরেছেন। এখানে আপনি কোন্ প্রকার প্রগতিশীলতা দেখতে পান ?

.....

সাহিত্যে প্রগতিশীলতা ভাল ভাবে বুঝতে পারলে খ্রীষ্টিয় জীবনে আত্মিক প্রগতিশীলতার বিষয়ও ভালভাবে বুঝতে পারবেন। এই প্রগতিশীলতার মূলে আছে পরিবর্ত্তন "আমরা সবাই.....মহিমায় বেড়ে উঠে বদলে গিয়ে তাঁরই মত হয়ে যাচ্ছি। প্রভুর অর্থাৎ পবিত্র আত্মার, শক্তিতেই এটা হয়" (২ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৮ পদ)। আসুন আমরা পবিত্র আত্মার হাতে নিজেদের সঁপে দেই, যেন তিনি আমাদের খ্রীষ্টের মত করে তুলতে পারেন।

পরীক্ষা ঃ

১। নীচে উল্লেখিত শাস্ত্র পদটি থেকে, পরস্পর সংযুক্তকারী শব্দগুলি লিখুন। "তারা প্রত্যেক দিন উপাসনা ঘরে এক সংগে মিলিত হয়, আর ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে আনন্দের সংগে ও সরল মনে একসংগে খাওয়া দাওয়া করত" (প্রেরিত ২ ঃ ৪৬ পদ)।

.....

২। সংযোজক শব্দগুলি ছোট কিন্তু দরকারী, এরা সম্বন্ধ দেখায়। নীচের কোন্ শব্দটি সময়ের ইংগিত করে ?

ক) যদি।
খ) পরে।
গ) কোথায়।
ঘ) সত্যিই।

৩। নীচের যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজক শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি ঘটনার কারণ সম্বন্ধে ইংগিত দেয় ?

ক) সেই জন্য।

খ) যেন।

গ) আরও কত বেশী।

ঘ) কারণ।

৪। নীচের যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলির মধ্যে কোন্‌টি পার্থক্যের ইংগিত করে ?

ক) কিন্তু।

খ) সেই রূপে।

গ) বলে।

৫। যে ফ্রেম বা নকসা, বইয়ের মধ্যে একতা এনে দেয়, তা হোল—

ক) শব্দাবলী।

খ) কাঠামো।

গ) সুর বা ভাবানুভূতি।

৬। নীচের কোন শব্দটি সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতির সবচেয়ে ভাল বর্ণণা দেয় ?

ক) বিকিরণ।

খ) পার্থক্য।

গ) মনোভাব।

৭। নীচের কোন ধরনের সাহিত্য যথাযথ বা যুক্তিসংগত পথে শিক্ষা দেয় ?

ক) উপদেশ মূলক বকতৃতা।

খ) গদ্য কাহিনী।

গ) কবিতা।

৮। নীচের কোন ধরণের সাহিত্য "প্রকাশিত বাক্য" বইটির বর্ণণা দেয় ?

ক) দৃষ্টান্ত।

খ) নাটক।

গ) প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য।

৯। "জিভ্‌ও ঠিক আগুনের মত" (যাকোব ৩ঃ ৬ পদ)। এটা কোন্ প্রকার অলংকারের উদাহরণ?

ক) সাদৃশ্যভিত্তিক অলংকার।
খ) রূপক অলংকার।
গ) অতিশয়োক্তি মূলক অলংকার।
ঘ) জীবন-আরোপমূলক অলংকার।

১০। নীচের কোন শব্দটি সাহিত্যের প্রগতিশীলতার সবচেয়ে ভাল বর্ণণা দেয়?

ক) সুর বা ভাবানুভূতি।
খ) নাটক।

১১। আদি পুস্তকে অব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব ও যোষেফের জীবন বিবরণে কোন প্রকার প্রগতিশীলতা দেখা যায়?

ক) জীবনীমূলক।
খ) ঐতিহাসিক।
গ) ধারণাগত।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৭। গ) ভাষার মধ্যে অর্থযুক্ত সবচেয়ে ছোট এককগুলি হোল শব্দ।

১। রোমীয় ১১ ঃ ২৪ পদ।

৮। ক) হতাশা।

খ) নম্রতা।

গ) চিন্তিত অবস্থা।

২। খ) সেই সময়ে।

গ) পরে।

ঘ) সব জায়গায়।

৯। ক) কবিতা।

খ) উপদেশ মূলক বকতৃতা।

গ) গদ্য-কাহিনী।

৩। ক) যেন, বলে, বলে, (পুরানো অনুবাদে "যেহেতু" আছে)।

খ) তাহলে, তাই।

১০। ক-২) রূপক অলংকার।

খ-৩) অতিশয়োক্তি মূলক অলংকার।

গ-১) সাদৃশ্যভিত্তিক অলংকার।

ঘ-৪) জীবন-আরোপমূলক অলংকার।

৪। ক) যেন।

খ) কিন্তু, আরও কত না বেশী।

গ) ঠিক তেমনি, ঠিক তেমনি।

১১। জীবনীমূলক।

৫। ক) প্রথমেই, সবার শেষে।

খ) যদি।

গ) কেবল, কেবল।

১২। ঐতিহাসিক।

৬। (১) "নিজেদের ঈশ্বরের হাতে সঁপে দাও।"

(২) "নম্রভাবে ঈশ্বরের দেওয়া দানগুলি ব্যবহার কর।"

(৩) "খ্রীষ্টিয় মনোভাব নিয়ে জীবন যাপন কর।"

(৪) "অন্যদের মংগল চিন্তা কর।"

(৫) "সকলের সাথে শান্তি বজায় রেখে চল।"

১৩। ধারণাগত।